দৈনিক বাংলা

022

তারিখ ... ২০.৫.৮৬ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৩ ...

জনমত

সরকারী কলেজ প্রভাষকের আবেদন

আমরা পি এস সি কর্তৃক মনোনীত হয়ে সরকারী কলেজে যোগদান করি। বেসরকারী কলেজে আমাদের অনেকের চাকুরী ১০/১২ বৎসর হয়েছে। কিন্তু সরকারী কলেজ যোগদানের সময় আমাদের অতীত চাকুরী কালের কোন অংশই কার্যকরী চাকুরী হিসাবে গণ্য করা হয়নি। অথচ আমাদের সংগে পরীক্ষা দিয়ে যাঁরা পি এস সি কর্তৃক মনোনীত হতে পারেননি পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের কলেজ জাতীয়করণ হওয়ার বদৌলতে তাঁদের মোট চাকুরীর (কলেজের পর্যায়ে) অর্ধাংশ কার্যকর চাকুরী হিসাবে গণ্য হওয়ায় তাঁরা আমাদের চাইতে ৫/৬ বছরের সিনিয়র হয়ে গিয়েছেন। কারো ভাগ্যকে ঈর্ষা করি না তবু ভাবতে অবাক লাগে যে, বে-সরকারী কলেজ চাকুরীতে সিনিয়র থেকে এবং পি এস সি কর্তৃক মনোনীত হয়েও আমরা আমাদের জুনিয়রদের চেয়ে জুনিয়র হয়ে পড়লাম। সদাশয় সরকারী বে-সরকারী কলেজে যারা চাকরিরত তাদের ক্ষেত্রে সকল কলেজের মোট চাকরিকালের পুরোটা সময় গণনা করে পদোন্নতি ও বেতন স্কেল নির্ধারণ করেছেন। অথচ আমাদের বেলায় আমাদের অতীত চাকরিকালের কোনো অংশই কার্যকর চাকরি হিসেবে ধরা হয়নি। পি-এসসিতে কৃতকার্য হওয়াটাই এখন আমাদের দুর্ভাগ্যের, কারণ ও অ-যোগ্যতার সামিল হয়েছে। আবার যেসব কলেজ জাতীয়করণ করা

জনমত

হয়েছে সেসব কলেজে যারা পাস কোর্সে পাশ করে চাকরিরত ছিলেন তাদের বেলায়ও মোট চাকরিকালের অর্ধাংশ কার্যকর চাকরি হিসেবে ধরে একটা বেতন কাঠামো সরকার নির্ধারণ করেছেন। অথচ, পিএসসি পাস কোর্স ডিগ্রীধারীদের দরখাস্তই গ্রহণ করেন না। শুধু অনার্স ২য় শ্রেণী ডিগ্রীসহ ২য় শ্রেণী মাস্টারস ডিগ্রীধারীদের দরখাস্ত গ্রহণ করে থাকেন। কাজেই আমাদের অনার্স ডিগ্রী আমাদের দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছে বইকি। বর্তমানে বেসরকারী কলেজে চাকরিরতদের জন্য সরকার মহার্ঘ ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা এবং চিকিৎসা ভাতাও চালু করেছেন। অর্থাৎ সরকারী এবং বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের মধ্যেকার বৈষম্য দূর করতে যেয়ে নতুন করে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচেছ। সদাশয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাই আমাদের আবেদন এ বিষয়ে আশু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে পি-এসসি কর্তৃক মনোনীত হয়ে বে-সরকারী কলেজ থেকে সরকারী কলেজে আগত শিক্ষকদের যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ন করে চরম হতাশা ও দুর্দশার হাত থেকে তাদের রক্ষা করুন।

সৈয়দ আলমাছ আলী
প্রভাষক, রসায়ন বিদ্যা,
খুলনা সরকারী মহিলা কলেজ,
খুলনা।